প্রফেসর শামসুল ইসলাম স্মারক গ্রন্থ

সমন্বয় ও সম্পাদনা

মু. আবদুস সাত্তার মন্ডল

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

শামসুল ইসলাম স্মারক বক্তৃতা

মুক্ত বাজার অর্থনীতি ঃ প্রাসঙ্গিক বিবেচনা

মোজাফ্‌ফর আহমদ *

আমাদের দেশে বর্তমান সরকারী নীতি নির্ধারকেরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির জয়গানে উচ্চকিত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোতেও এর উচ্চারন বেশ স্পষ্ট। তাদের বক্তৃতা, ব্যবহারিক নির্দেশনা ও উক্তি থেকে আমার ধারণা জন্মেছে যে নীতি নির্ধারক ও রাজনীতিবিদসহ সমাজবিজ্ঞানী তথা বেশ কিছু অর্থনীতিবিদদের মুক্ত বাজার অর্থনীতি সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। তাছাড়া এদের অনেকেরই (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আমাদের বাজারের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কেও যথাযথ সজ্ঞান ধারণা নেই। সেজন্য দাতাদের নীতি ও মননের সাথে সাথে মুক্তবাজার অর্থনীতির উত্তম দিকগুলোর একটি প্রায় অযৌক্তিক মুক্তগঙ্গা এদেশের আলোচনায় দৃশ্যমান। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে সে মুক্তগঙ্গার প্রবাহ প্রায় ধর্মীয় (evangelical) প্রকৃতি ধারণ করছে। এখানেই মুক্তবুদ্ধির মানুষ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রিয় উক্তি, একজন যদি জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর হতে চায় তাহলে তাকে dogmatically undogmatic হতে হয়, সেটি স্মরণীয়। যারা মুক্ত বাজারকে সমস্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে বিবেচনা করেন অথবা যারা নিয়ন্ত্রণহীন বাজারকে সমস্ত সমস্যার আকর মনে করেন, এই দুই মতবাদের মধ্যে সত্য নেই, কারণ এক্ষেত্রে সত্য ধ্রুব কিছু নয়, সেটি স্থান কাল পাত্র সময় পরিবেশ নির্ভর হয়ে আপেক্ষিক। আর সে কারণে তার অবস্থান প্রান্তিক বা কৌণিক মতবাদের মাঝামাঝি কোথাও এবং অবস্থানটিও কালক্রমে পরিবর্তনশীল।

মুক্ত বাজার প্রবক্তারা রক্ষণশীল অর্থনীতির ধারক। কিন্তু এ রক্ষণশীল চিন্তায় নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংশ্লেষ বর্তমান। আর সমস্ত রক্ষণশীল চিন্তা একজাতীয় নয়। জর্জ ন্যাশ রক্ষণশীল চিন্তায় যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে রক্ষণশীলতার মাঝে তিনটি বিভিন্ন ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। একটি হল যাদের কাছে নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিকল্পিত ও কেন্দ্রিয়ভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক কৌশলের একটি সর্বদা সর্বসময়ে উত্তম অবস্থান বলে বিবেচিত অন্ধবিশ্বাস। দ্বিতীয়টি হল প্রথাগত রক্ষণশীল আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারার বর্তমান রূপ। আর তৃতীয়টি হল অবাধ মুক্ত অবস্থায় ব্যক্তির অধিকারের প্রাধান্যবাদী মতবাদ অর্থাৎ নৈতিক বা আবেগের কারণে নয় সমাজের সাম্প্রতিক অগ্রগমণের স্বার্থে সমাজের উপরে ব্যক্তির অধিষ্ঠানকে মেনে নেয়া। আমাদের আলোচনায় আমরা এই তৃতীয় মতকেই ধারণ করব, কারণ এটি ধ্রুপদী রক্ষণশীল অর্থনৈতিক মতবাদের পরিচায়ক। যারা মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা বলেন তাদের আলোচনায় মুক্ত বাজারের কতগুলো প্রকৃতি তুলে ধরা হয়। প্রথমতঃ এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ সমাজকর্মগুলো যুক্তিবাদী ব্যক্তির যৌথ অনুমোদনসাপেক্ষ কেননা সমাজ ব্যক্তিরই যৌথসত্তা। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন মূল্যবোধ এখানে কার্যকর নয়। ন্যায় বা সমতার মত বাহ্যিক মূল্যবোধ তখনই বিবেচ্য যদি সমাজের ব্যক্তিবর্গ যৌথভাবে একে গ্রহণ করে। এ কারণে যে এর ফলে ব্যক্তি স্বার্থে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। অর্থাৎ সরকার বা অন্য কোন সংস্থার বহিঃস্থ কোন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার অধিকার নেই। এ ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের অন্য একটি

* প্রফেসর, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দিক হল ব্যক্তির আয় ও সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার যা কোন বাহ্যিক সংস্থা কর বা অন্যবিধ ব্যবস্থায় এ আয় বা সম্পদের পুনর্বন্টনের অধিকার রাখে না। স্মরণ করুন, এদেশে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা দাতা ও সরকার কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া অবস্থান। এটি সাধারণ মানুষের সম্মতি নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়নি।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির ভিত্তিমূলে যে মৌল ধারণা ক্রিয়াশীল তা হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যারা নিযুক্ত আছেন তারা যুক্তিবাদী, তারা তাদের আত্মজ ক্ষমতা সম্পর্কে অভিজ্ঞান রাখেন, তাদের নিবিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যে সমস্ত কাজ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও ব্যক্তিসত্তা অত্যন্ত সজাগ ও ক্রিয়াশীল। এ ধারণার সম্প্রসারণ ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে Rational expectation সম্পর্কীয় তত্ত্বে। যুক্তিবাদী ব্যক্তিসত্তার দু'টো দিক আছে– একটি হলো ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনকারী মনন, আর একটি হল উপযোগের সর্বোচ্চ আহরণকারী কর্ম। প্রথমটির কারণে একজন তার উৎপাদন উপকরণ ও সম্ভোগের জন্য আয়ের ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তির উপর তার কর্মের কি ফল হতে পারে তার বিবেচনা করে না। দ্বিতীয়টির কারণে প্রথমোক্ত বন্টন ও ব্যবহার প্রক্রিয়ায় একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ উপযোগ সম্ভব করে তোলা। এ্যাডাম স্মিথ মনে করতেন যুক্তি ভিত্তিক প্রকৃত স্বার্থবাদী মনন ও কর্ম সমাজকে সম্ভাব্য শ্রেয়ঃতম উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় উপনীত করতে পারে। অবশ্য স্মরণীয় যে এই স্বার্থ ভিত্তিক ব্যবহার ব্যক্তির সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় সামাজিক অনুসঙ্গ বিবেচনায় উপস্থিত করতে পারে তারই কর্ম ও তার ফলের বিবেচনায়। এই সমাজ সচেতন মানসিকতা মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ সামাজিক উপযোগ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বা যথাযথ শর্ত নয়।

যুক্তিবাদী মনন আর প্রতিযোগী অসংখ্য বিযুক্ত ক্রেতা-বিক্রেতা যারা বৃহত্তর অঙ্গণে একে অন্যকে তাদের কর্মের মাধ্যমে কি করে প্রভাবিত করে এবং এর মাধ্যমেই কিভাবে বৃহত্তর সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হয় সে সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু পরস্পর সম্পৃক্ত সমাজে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দকে একত্রিত করে উপস্থাপনের একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। উপযোগবাদীরা বলেন সামাজিক উপযোগিতা ব্যক্তির উপযোগিতার সমন্বিত যোগফল মাত্র। মনে করুন ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের বা ঢাকা চট্টগ্রামের যে রাস্তা হচ্ছে, তাতে যার জমি চলে গেল আর রাস্তা হয়ে যাওয়ায় যাদের সুবিধে বাড়ল, তাদের সাথে কি কোন আলোচনা হয়েছে? যাদের জমি গেছে তারা কি জানাতে পেরেছে কি মূল্য পেলে তাদের চলে যাওয়া সম্পদের প্রকৃত বিকল্প তাদের আয়ত্বে আসবে? যারা সুবিধা পেল–বাসযাত্রী, নতুন দোকানদার, নগরায়নের কারণে বর্ধিত মূল্যের জমির মালিক– তাদের কি আমরা জিজ্ঞেস করেছি এ সুবিধার জন্য কি মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত? যদি এ তথ্য আমাদের থাকত তাহলেই যারা উপকৃত হচ্ছেন তাদের দেয়া মূল্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তাদের দিয়ে কি অবস্থায় আমরা আছি তা জানতে পারতাম। আমরা জানি এমনটি আমরা করিনি, আমরা করতে সক্ষমও নই। তাহলে ব্যক্তি স্বার্থের সমন্বিত চিত্র দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি কল্পচিত্র মাত্র। রাস্তা বানাতে আমরা একদল ব্যক্তির (মূলতঃ দুর্বল গোষ্ঠী) স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছি অর্থাৎ উপযোগবাদীদের যুক্তি মেনে নেইনি। অন্যদিকে উদারনৈতিক মননের ধারকদের স্বচ্ছ স্বেচ্ছা নির্দেশিত মতামত গ্রহণের পথও আমরা গ্রহণ করিনি। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সর্বোচ্চ উপযোগ যা স্বেচ্ছা নির্দেশিত ও ব্যক্তিস্বার্থের অনুকূল সে পথে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে না, হবেও না।

এখানে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারকেরা যা বলেন তা হল 'কিভাবে করা হল' তা নিয়ে না ভেবে 'যা হল তার ফলাফল' বিচার করাই যুক্তিযুক্ত। রাস্তা করতে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই, রাস্তা হলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব হলেই আমরা তুষ্ট থাকব। আর এ ক্ষতিপূরণ আসবে যারা উপকৃত হয়েছেন মূলতঃ তাদের কাছ থেকেই। অন্যভাবে চিন্তা করা যাক। আমরা জানি বাংলাদেশে আয়-সম্পদ বন্টনের যে চিত্র তা সমতাভিত্তিক নয়। মুক্তবাজারের প্রবক্তারা বলবেন বিষম আয়-সম্পদ বন্টন থেকে এটা মনে করবার কোন কারণ নেই যে আয় ও সম্পদের পনর্বন্টন করা প্রয়োজন, যদি এ আয় ও সম্পদ জালিয়াতি, সমাজনির্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্মাদির মাধ্যমে অন্যকে বঞ্চিত না করে সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূত না হয়ে থাকে। যদি এ আয় বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় সমতাশ্রয়ী কর্ম ও বিনিয়োগের ফল হয় তাহলে অন্যকিছু করবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ অতীত যদি

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তবে বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন স্বেচ্ছাসম্মতির মাধ্যমেই হতে পারে। ভেবে দেখুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি স্বেচ্ছাসম্মতিতে হয়েছিল? উত্তরাধিকার কি স্বেচ্ছাসম্মত ব্যবস্থায় হয়? আমাদের কৃষিতে যে জমির মালিকানার চিত্র তা কি স্বেচ্ছাসম্মত? যখন সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে, ধার দেনা শোধ করতে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য নিজেদের জন্য না রেখে বেচে দেয় তাও মূলতঃ স্বেচ্ছাসম্মত? তাহলে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছি, সেটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মুক্ত বাজারের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হল, যদি ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা হয়, যদি বাজার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে, যদি ব্যক্তি তার স্বার্থ সম্পর্কে যৌক্তিক অবস্থান গ্রহণে বাধাগ্রস্ত না হয় তাহলে বাজারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছা নির্ধারিত ক্রিয়াকর্ম প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ উপযোগ সম্ভব করে তুলবে। লক্ষ্য করুন, বাজার কি নিয়ন্ত্রণমুক্ত? সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলেও বেসরকারী যুথবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ কি অনুপস্থিত? ব্যক্তিকে যৌক্তিক অবস্থানে আসতে হলে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন তা কি আমরা তৈরি করেছি? তার কাছে তথ্য নেই, তার কাছে বিকল্পের ধারণা নেই, তার কাছে বিকল্প সুযোগও নেই। তাহলে ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কে যৌক্তিক অবস্থান তো সীমাবদ্ধতায় আকীর্ণ।

মুক্তবাজার ব্যবস্থার মৌলযুক্তি হল যে সমাজ যদি ব্যক্তি নিরপেক্ষ একটি কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থার ধারণা থেকে তাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে তাহলে এই সমতা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থায় যোগ্য ও কার্যকর অবস্থা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবে। সমাজবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর এ যুক্তি আরও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ আজ বলা হচ্ছে যে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে মুক্ত বাজারের মাধ্যমে দক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রেখে উন্নয়নের পথ বেছে নাও অথবা বাজার বহির্ভূত কোন লক্ষ্যের সন্ধানে অদক্ষ সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন কর। কিন্তু আমরা জানি যে এ দু'টি প্রান্তিক অবস্থানের মাঝেও আরও বিকল্প থাকতে পারে। স্মরণ করুন জন রাউলসের A Theory of Justice এর কথা। তিনি মনে করেন সমস্ত সামাজিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে করা উচিত যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি 'Maxi-Min' উপপাদ্য হিসেবে পরিচিত। আমাদের দেশে যখন গরীব আরো গরীব হচ্ছে, বঞ্চিত বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে, প্রান্তিক চাষী ভূমিহীন হচ্ছে, দুর্বলেরা শিক্ষা স্বাস্থ্যের সুযোগ পায় না, তখন বাজার নির্ভর ব্যবস্থা কল্যাণকর এবং সামাজিকভাবে দক্ষ হয় কিনা সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কল্যাণকর যে হয় না তার প্রমাণ হল বিরাষ্ট্রীয় করণের সাথে Safety net এর প্রস্তাবনা। পশ্চিমের যে ব্যক্তির স্বার্থ ও আইনগত অধিকার যা যুক্তিবাদী মননের মাধ্যমে উদ্যোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে তাতে তো সামাজিক বিবেচনায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মধারা পরিমার্জিত হয়ে আসছে। সে পরিমার্জনার প্রয়োজন সেখানেই তত বেশি যেখানে সামাজিক অবস্থানে বিষম শক্তির বিকাশ ঘটছে, সেখানে আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথে অসম বিভাজিত ব্যবস্থা বর্তমান এবং যেখানে সমাজ সচেতনতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।

আমরা যে ব্যক্তি নির্ভর ব্যবস্থার কথা বলছি, সেটিও কি সুস্পষ্ট ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত? যেমন ধরুন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফ্রেডরিক হায়েকের উপস্থাপনা, যেটি ১৯৪৮ সালে Individualism and Economic Order নামের বইটিতে পাওয়া যায়। হায়েকের মতে ব্যক্তিবাদ হল একটি সামাজিক তত্ত্ব যা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি তৈরি করে। এ তত্ত্ব ব্যক্তির মুক্ত সত্ত্বার অপরিকল্পিত এবং কখন কখন অনিচ্ছাকৃত কর্ম ও কার্যক্রমের ফলে সমাজের যে প্রকৃতি, পরিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিকতার বিবর্তন ঘটে তার বিশ্লেষণকে সম্ভব করে মানব সমাজের ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন মুক্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকর্মের মাঝে যে সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিকতা তৈরি হয়, তারই কারণে সম্ভব হয়েছে, কোন মানুষের পূর্ব পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট কর্মের পরিকল্পনার জন্য নয়। আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি, নিয়ম যা পাই তা মুক্ত মানুষেরই কর্ম, কিন্তু মানুষের পরিকল্পিত মননের নয়। হায়েকের মতে মানুষ অবচেতনভাবেই ক্রিয়াশীল। যার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল কর্ম তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং এই স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল ব্যক্তি মননকে চাপিয়ে দেয়া প্রাতিষ্ঠানিকতায় বেঁধে দিলে সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ সম্ভব হয় না। মুক্ত ব্যক্তি সত্তাই মুক্ত ও সৃজনশীল সমাজের প্রধানতম ভিত্তি। হায়েক অবশ্য মনে রাখেন না যে, কি জাতীয় শতাব্দীব্যাপী সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিম এ তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে জন লকের ব্যক্তিবাদ স্মরণযোগ্য। তার Two Essays on Government বইটিতে তিনি ব্যক্তিকে সকল সামাজিক অধিকার ও দায়িত্বের মৌল আধার বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি 'State of Nature' থেকে রাষ্ট্র সত্তার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন প্রথমোক্ত অবস্থায় মানুষ ছিল সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং তার ছিল অবাধ স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত অধিকার। রাষ্ট্র সত্তার সৃষ্টি হয়েছিল এ সমস্ত মুক্ত মানুষের প্রচেষ্টায় কেননা তাদের ব্যক্তিক অধিকার ও সম্পদের অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখতে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। যদি ব্যক্তির অধিকার ও তার সম্পদের অধিকার রাষ্ট্র সত্তা নির্বিঘ্ন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জনসাধারণ সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের অধিকার রাখে। নিরপেক্ষ আইনের শাসন উপেক্ষিত হলেই স্বৈরাচার জন্ম নেয়। যৌথভাবে নির্দিষ্ট আইন যে অধিকার ও ক্ষমতা ব্যক্তিকে দিয়েছে সেটি শক্তি দ্বারা উপেক্ষিত হলে বা কোন শক্তি দ্বারা লঙ্ঘিত হলে এক বা কিছু ব্যক্তি অন্যের ন্যায় সঙ্গত অধিকারকে উপেক্ষা করে। সেজন্য আইনের শাসন রাষ্ট্র বা সমাজকে ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত স্বার্থকে অক্ষুন্ন করার অধিকার দেয় না। তাহলে জন লকের দর্শন হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দুই বা ততোধিক মানুষের মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের যে সামাজিক অভিঘাত তাকে বদলে দেবার অধিকার রাষ্ট্র বা সমাজের নেই। প্রতিটি মানুষের অন্ততঃ একটি সম্পদ আছে, সেটি তার শরীর। এই শরীরের শ্রমে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তা প্রকৃতই তার। এই নবসৃষ্ট সম্পদে তার অধিকারই প্রাথমিক। এটি কি আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত? তাহলে ক্ষেতমজুরের দৈনিক আয় তিন টাকায় নেমে আসে কিভাবে?

দেখা যাচ্ছে, হায়েক ব্যক্তিকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন তার সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশের জন্য, আর লক ব্যক্তির অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন যদি সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তিবর্গের সম্মতির প্রকাশ হিসেবে সুশীল আইনের শাসন অক্ষুন্ন রাখে। অর্থাৎ ব্যক্তি মুক্ত হয়েও মুক্ত, তবে সে মুক্তভাবেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকতে আগ্রহী হয়। ব্যক্তি যদি সমাজসত্তার শক্তিমান অণু হয়, তাহলে এটা জানা প্রয়োজন কখন ব্যক্তির সামষ্টিক সত্তা শক্তিমান অণুসমূহের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে ভাল অথবা মন্দ অবস্থানে থাকে। এখানেই বেনথাম জেম্‌স মিল জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদের প্রাসঙ্গিকতা। এই উপযোগবাদীরা কিন্তু প্রকৃতিদত্ত অনুষায়ীতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি, তারা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সমাজ ও ব্যক্তির সর্বোচ্চ উপযোগকে সম্ভব করে তুলতে। কিন্তু উপযোগবাদীরা উপযোগ মাপার মানদণ্ড নির্ধারণ করে যাননি। এ কাজে নামলেন জেভন, এজওয়ার্থ আর মার্শাল। পরবর্তীতে হিক্‌সও এলেন। উপযোগ আমরা যেভাবেই মানি না কেন উপযোগবাদীদের তত্ত্ব হল আইন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এমন হতে হবে যাতে করে ব্যক্তি সাধারণের উপযোগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে বাধাগ্রস্থ না হয়। তাহলে প্রশ্ন স্বভাবতঃই করা যায় আমাদের দেশে সরকারী ও প্রথাগত আইন এবং সরকারী ও সামাজিক যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা কি উৎপাদনকারী হিসেবে কৃষকের, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের সর্বোচ্চ উপযোগ অর্জনকে সম্ভব করেছে? প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রথাগত আইন নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয়নি, প্রাতিষ্ঠানিক দিকে সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃ বিজ্ঞানীদের কিছু লেখা আছে। এসব থেকে মনে হয় উপযোগবাদীদের তাত্ত্বিক আশা এদেশে সত্য হয়নি এবং রাষ্ট্রও এ ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা রাখেনি। আমরা পেরোটার তত্ত্বকে মেনে নিলে বলতে হয় আমাদের এমন একটা অবস্থানে পৌঁছতে হবে সম্পদ ব্যবহার ও আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে যখন কোনরকম ভিন্নতর বণ্টন ও সম্পদের ব্যবহার উচ্চতর উপযোগ ক্ষেত্রে পৌঁছবার সুযোগ কেবল কাউকে বঞ্চিত করেই সম্ভব। আমাদের দেশে বঞ্চনার যে বিস্তৃতি সেটা থেকেই প্রণিধানযোগ্য যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক অনুপস্থিতি ব্যাপক এবং যে ক্ষেত্রে সে বাজার উপস্থিত সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিষম

একটি অবস্থারই সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ মুক্তবাজারের মূল শর্তগুলো আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় অনুপস্থিত। পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয় শর্ত সৃষ্টি না করে এর পোষাকী নীতি গ্রহণ কল্যাণকর হতে পারে না।

আজ আমরা স্মিথীয় দর্শনের নতুন উত্থান দেখতে পাই। স্মিথ মূলতঃ এ কথাই বলেছেন যে, সকল ব্যক্তি যদি তার নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কর্ম করার অধিকার পায় তাহলে তারা এক যোগে সর্বোচ্চ সামাজিক উপযোগ অর্জনে অবচেতনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সর্বোচ্চ সামাজিক উপযোগ সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন সেটা হল যদি সমস্ত সম্পদ সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হত তাহলে ব্যক্তিবর্গের মুক্ত কর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌথভাবে যে সামাজিক উপযোগ অর্জন সম্ভব হত সেটি। যখন সম্পদ সমভাবে বণ্টিত নয়, তখন এ সর্বোচ্চ অর্জন কিভাবে সম্ভব স্মিথ সে সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। এ থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে নৈতিক দর্শনের অধ্যাপক এডাম স্মিথ সম্ভবতঃ ঐশ্বরিক বিধান মেনে নিয়ে একটি বিশ্বাসের অনুগামী হয়েছিলেন, এটি কোন যুক্তিবাদের ভিত্তিতে তৈরি সিদ্ধান্ত নয়। বর্তমানে অবশ্য অঙ্কশাস্ত্রের ব্যবহারে স্মিথের ধারণাকে সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্য মডেল-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে, যার মূলে রয়েছে বর্তমান আয় ও সম্পদকে মেনে নিয়ে, উৎপাদন সম্পর্ককে Value neutral চিন্তা করে প্রতিযোগী ব্যবস্থায় পেরেটো নির্দেশিত সর্বোচ্চ উপযোগের শর্তকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। হায়েকের মতে সে অদৃশ্য হাত যা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় ক্রিয়াশীল, সেটি কেবল সর্বোচ্চ সামাজিক উপযোগের সৃষ্টি করে না, উপরন্তু এমন সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতিপ্রণালীর সৃষ্টি করে যা এই সর্বোচ্চ উপযোগকে বারবার সম্ভব করে তোলে। আমাদের দেশে জমির বিষম বণ্টন, কৃষি উপকরণের বিষম লভ্যতা, জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষম অবস্থান রয়েছে। এমতাবস্থায় স্মিথের তত্ত্ব সঙ্গত বলে মেনে নেয়ার কোন কারণ নেই। এসব তত্ত্বের ভিত্তি হল ব্যক্তির স্বাধীনভাবে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ। এ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত কেবল Non-compulsion নয়, বিকল্প ব্যবস্থা গঠনের শক্তি ও সুযোগ। কেবলমাত্র Voluntary হলেই হয় না। উৎপাদন ও বিনিময়ে অংশ গ্রহণে সম্মতিই যথেষ্ট নয়, আমাদের বিবেচনা করা উচিত আইন ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক অর্থনীতি– অর্থাৎ কার স্বার্থে কিভাবে আইন প্রণীত, প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে আইন প্রণীত হয়নি, প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়নি।

আমরা যদি কৃষিক্ষেত্রে দক্ষতা চাই, যদি কৃষিক্ষেত্রে সমসুযোগের প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যদি কৃষিক্ষেত্রে স্থিতিশীল গতিময়তা চাই, তাহলে বর্তমান আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য্য, এমনকি এ উদ্দেশ্যগুলোর গুরুত্বের ক্রম ও তাদের মধ্যে প্রয়োজনে trade off সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা আবশ্যক। আমাদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তির যৌথকর্মে এ জাতীয় বিবেচনার উপস্থিতি দৃশ্যমান নয়।

যে কোন দেশের সনাতন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে সেখানে ব্যক্তি সত্তার চাইতে যৌথ সত্তার প্রাধান্য বেশ প্রবল। সম্পদের সার্বিক মালিকানা যৌথ এবং ব্যক্তির অধিকার সমাজের যৌথ অধিকারের বিবেচনায় নির্ধারিত। কখনও কখনও এ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন গোত্রপতি। উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন ব্যক্তির প্রান্তিক উৎপাদন দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এটি প্রথাসিদ্ধ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট হয়, তার ব্যতিক্রম করতে পারেন গোত্রপতি। বলা যেতে পারে, বাজার নির্ভর অর্থনীতির দক্ষতার নিরিখে এমন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা দক্ষ নয় এবং সনাতন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছে এ কারণেই যে এ ব্যবস্থায় দক্ষ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

বাংলাদেশে যে অদক্ষ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিরাজমান, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সেখানে আজ গোত্রপতির সে অবস্থান নেই, কিন্তু ক্ষমতাধর মধ্যস্বত্ব আছে। কিন্তু বাজার অর্থনীতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ক্ষুদ্র কৃষকের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারেনি কারণ সামাজিক অবস্থানে সে বড় অসহায় আর বাজারের প্রেক্ষিতে তার প্রতিযোগিতার অবস্থান বড় অসম। সুতরাং সনাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু দক্ষ ব্যবস্থার অধিষ্ঠান ঘটেনি। এ অবস্থায় ব্যক্তির অধিকার সীমিত হয়েছে মধ্যস্বত্ব সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র একটি

গোষ্ঠীর হাতে, আর বঞ্চনার শিকার হয়েছে প্রকৃত দক্ষ উৎপাদক ক্ষুদ্র কৃষক, যাকে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা তার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং ব্যক্তির অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়, কোন গোষ্ঠী সে অধিকারের সুবিদা ভোগ করছে সেটি বিবেচ্য। যারা মনে করেন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার একমাত্র কর্ম হল বণ্টন নিরপেক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, এ বিষম ব্যবস্থা তাদের বিচলিত করবে না। কিন্তু যারা বণ্টনকেও উৎপাদনের মত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় দিক বলে বিবেচনা করেন তারা এ অবস্থায় ভিন্ন মত পোষণ করবেন। আমেরিকার উদারনৈতিক ধ্রুপদী অর্থনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য সমাজের কথা বিবেচনা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে ব্যক্তি ও তাদের জীবন সামাজিক প্রেক্ষিতে পরিচালনা করে, কেননা কোন ব্যক্তি একক-ভাবে জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে না।

বিস্ময়কর অগ্রগতির দেশ জাপানকে এখানে স্মরণে আনা যেতে পারে। জাপান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জাপানের উৎপাদন সংস্কৃতিতে ব্যক্তির চাইতে যৌথ সত্তার প্রাধান্য আজ সুবিদিত। Richard Tanner Pascale, Anthony Altos তাদের গবেষণার শেষে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে উৎপাদনের জন্য মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাপানী উৎপাদন সংস্কৃতির পেছনে ব্যক্তির উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষা যেমনি অদম্য সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তার অঙ্গীকার তেমনি ভাস্বর; সেখানে সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সামাজিক সামন্তয়িক মানসিকতা সকল যৌথ সিদ্ধান্তের পিছনে ক্রিয়াশীল। এর ফলে জাপান পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদকে গ্রহণ করেছে প্রাচ্যের সনাতনী সামাজিক যৌথসত্তার মাঙ্গলিক বিচারে।

পশ্চিমের ব্যক্তিসত্তাকে প্রাধান্য মূলতঃ একটি সংকীর্ণ সামাজিক দর্শন। Kenneth Arrow তার বহুল আলোচিত Individual Choice and Social Value বইটিতে এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমাজ সম্পৃক্ত সিদ্ধান্ত যদি ব্যক্তির পছন্দ নির্ভর হয় তাহলে সে সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তি নির্ভর সর্বাধিক অনুকূল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে না কেননা, ব্যক্তি পছন্দকে সমাজ পছন্দে রূপান্তরের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি নেই। অষ্টাদশ শতকে গণিতজ্ঞ Condorcet এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ধরা যাক, সমাজে তিন ধরনের ব্যক্তি আছেন। চাষী, মধ্যস্বত্বভোগী আর সমাজ অধিপতি। তাদের সারের গুদাম (A), সুদৃশ্য ইমারত (B) নির্মাণ অথবা কোনটিই না (C) বানাতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ তিন ধরনের ব্যক্তিরা এ তিনটি সিদ্ধান্তের যে পছন্দ ক্রম নির্ণয় করবেন তা যদি ABC, CAB, BCA হয় তাহলে সামাজিক সর্বোত্তম পছন্দ কোনটি? যদি পথম পছন্দ নেয়া হয় এবং সব পছন্দের গুরুত্ব সমান হয় তাহলে আমরা ACB পছন্দ পাই, দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে পাই BCA আর তৃতীয় পছন্দ হিসেবে পাই CBA। তাহলে যে কোন একটির পক্ষে সিদ্ধান্ত দুজনের পছন্দের বিপরীতে। Kenneth Arrow দেখিয়েছেন যে এক লোক এক ভোট নীতিতে ব্যক্তি পছন্দের ভিত্তিতে কোন সময়েই সামাজিক সিদ্ধান্ত যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে না। সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির পছন্দের চাইতে বেশি তথ্য অথবা নৈতিক অবস্থানের প্রয়োজন হয়।

স্মরণযোগ্য, উপযোগবাদী নীতি দর্শন নিয়ে দার্শনিকেরা তো বটেই অর্থনীতিবিদরাও অন্ততঃ দেড়শত বছর ধরে আলোচনা করে আসছেন। সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিবিদ্‌রা উপযোগবাদী দর্শন সম্পর্কে যে সমস্ত আপত্তি উপস্থাপন করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ উপযোগ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্তির পছন্দের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল; যে ধারণা কেবল ব্যক্তির কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব এবং ব্যক্তি যদি ভুল তথ্য পরিবেশন করে তাহলে উপযোগ সম্পর্কীয় ধারণাও ভুল হবে এবং এতদ্‌নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ উপযোগ ভ্রান্তিমূলক সূচক বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। অন্যদিকে সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠীর তীব্র পছন্দ/অপছন্দের কারণে যদি সংখ্যাগুরুর অত তীব্র অবস্থান না থাকে তাহলে সামাজিক সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য যথার্থ মূল্য চায়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের এ পছন্দ তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয় না। অথচ শহরবাসী ব্যবসায়ী শিল্পপতি নির্ভর রাজনৈতিক দলের নেতারা ও আমলারা কৃষকের পণ্যমূল্য নিম্নমুখী রাখতে

তীব্রভাবে উচ্চকিত। কেননা তার মাধ্যমে মূল্যস্ফিতি কম প্রতিফলিত হয়ে ব্যষ্টিক অর্থনীতির সাফল্য নির্দেশ করে দাতাদের আনুকূল্য লাভ সম্ভব। এ সংখ্যালঘুর উপযোগ সংখ্যাগুরুর নীরব আত্ম বিসর্জনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে আসছে। অন্যভাবে বলতে হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে উপযোগ নির্দিষ্ট হলেও আনন্দ-বেদনা অর্জন-বিসর্জনের উৎস ও গুরুত্ব নির্দেশ সম্ভব হয় না। সেজন্য আজ বিদ্যাভ্যাসে সহজ ভুল সমৃদ্ধ সীমিত পাঠ যত আগ্রহের সাথে গৃহীত জ্ঞানার্জনে মূল পুস্তকের উৎস থেকে বিস্তারিত পাঠ ততই অনাকাঙ্ক্ষিত। উপযোগবাদের নীতিতে মহাজনের সুদী কারবারও যথার্থ, কেননা মহাজনের অর্জন খাতক কৃষকের ক্ষতির চেয়ে বেশি।

উপযোগবাদের অন্য যে দিক নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের এক গোষ্ঠী বিব্রত সেটি হল বণ্টন সম্পর্কে এর নিরুদ্বিগ্ন অবস্থান। যদি 'সমাজ' শিল্পপতিদের খেলাপী ঋণের সুদ-আসল মাফ করতে চায় আর বন্যা খরাপীড়িত কৃষকদের ঋণ আদায়ে ডিক্রী জারীর সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি ধরে নেয়া যায় উভয় ক্ষেত্রে আর্থিক পরিমাণ সমান, তাহলে একথা মনে করা সঙ্গত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী গোষ্ঠী কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নকে মূখ্য বলে মনে করেন না। আর প্রথম ক্ষেত্রে মোট পরিমাণ যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি হয় তাহলে উপযোগবাদের ভিত্তিতে আমাদের উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্ব কৃষির চেয়ে ততগুণ বেশি বলে বিবেচত হবে। বাজার নির্ভর অর্থনীতিতে ব্যক্তি ভোট দেয় টাকা দিয়ে, আর যেহেতু আয় ও সম্পদ বিষমভাবে বণ্টিত সেখানে উপযোগবাদী সিদ্ধান্ত একটি পরিহাসমূলক অবস্থার সৃষ্টি করে। যদি বাজার অর্থনীতির মাহাত্ম্য প্রচারসর্বস্ব না হতে হয় তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় আর্থ সামাজিক অবস্থার বিষম অবস্থানের অবসান ঘটাতে হবে। বাংলাদেশের শাসন প্রক্রিয়ায় দেশী বিদেশী শক্তি সেদিকে সচেষ্ট যে নন তার প্রমাণ এদেশেরই ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীর অবস্থা।

উপযোগবাদের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বাজার নির্ভর নীতির সমস্যা এড়াতে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদেরা পেরেটীয় নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। পেরেটীয় নীতি অনুসরণে যে সমস্যা জটিল হয়ে পড়ে তার আলোচনা করেছেন অমর্ত্য সেন। সেন দেখিয়েছেন যে পেরেটীয় নীতি অনুসরণ করলে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। ধরা যাক, জরিপ অনুসারে পরামর্শক মনে করেন অল্প সুদে কেউ কৃষি ঋণ পাবে না (c) এ নীতি অল্প সুদে কৃষি ঋণ সবাই পাবে। (a) এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত এবং তিনি মনে করেন অল্প সুদে কৃষি ঋণ কেবল ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী পাবে (b) তার চাইতে অল্প সুদে কৃষি ঋণ সবাই পাবে (a) এর চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ তিনি (c) কে (a) এর চেয়ে ভাল এবং (a) কে (b) এর চেয়ে ভাল মনে করেন। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অন্য এক জরিপ অনুসারে অল্প সুদে সবাই কৃষি ঋণ পাবে (a) এ নীতিকে অল্প সুদে কৃষি ঋণ কেবল ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী পাবে (b) তার চাইতে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। আর কেবল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী অল্প সুদে ঋণ পাবে এ নীতিকে কেউ অল্প সুদে কৃষি ঋণ পাবে না (c) তার চাইতে ভাল নীতি মনে করেন। পরামর্শকের মত মেনে নিলে (c>a>b), অল্প সুদে কেউ কৃষি ঋণ পাবে না এটিই সামাজিক সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। আর উপদেষ্টার মত মেনে নেয়া হলে (a>b>c) সবাই অল্প সুদে কৃষি ঋণ পাবে এটিই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত বলে মনে হবে। কেবল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর কৃষি ঋণ পাওয়া Pareto-worse অবস্থান বলে বিবেচিত হতে পারে, কারণ উপদেষ্টার মতে b>c হলেও পরামর্শকের মতে c>b। যদি উভয়ের মতের সমন্বয় সাধন করতে হয় তবে a>b, যেটি উপদেষ্টার মতে সর্বোত্তম নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত বলে কিছু চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং ব্যক্তিবাদী সমাজে যুক্তিবাদী সর্বোত্তম সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে হয় ব্যক্তির সার্বভৌমত্বের উপর জোর কমাতে হবে না হয় উদারনৈতিক দর্শনকে ছাড় দিতে হবে।

পেরেটীয় নীতির অন্য সমস্যাও রয়েছে। আমরা যদি উৎপাদনকে দক্ষভাবে সংগঠিত করতে চাই এবং বণ্টনকেও সে নীতির আলোকে বিন্যস্ত করতে চাই তাহলে প্রতিটি ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান সমাজে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয় নির্দিষ্ট করবে। মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারকেরা বলবেন অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণই যথেষ্ট, এর জন্য আয়ের বন্টনকে অগ্রাধিকার দেবার যুক্তি নেই। অর্থাৎ তারা বলবেন গ্রামীণ চাষীর জন্য বিশেস ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাই তার জন্য যথেষ্ট করতে সমর্থ। পেরেটীয় নীতির মূলতত্ত্ব হল, প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যার ফলে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয়, তা ফলে সকলের অবস্থানই উন্নততর হবে। এটিই মুক্তবাজার অর্থনীতির আত্মজ চুঁইয়ে পড়া উন্নয়ন তত্ত্ব। কিন্তু সর্বোচ্চ উৎপাদন তো বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনের সমষ্টি। সুতরাং একটি পণ্য উৎপাদন বেশি করলে অন্য পণ্য কম উৎপাদন করতে হয়, ফলে যার উৎপাদন বেশি হল তার বাজারের যথার্থ চাহিদা থাকলে তার উৎপাদকের আয় বেশি হবে, আর যার উৎপাদন কমে গেল তার উৎপাদকের আয় যাবে কমে। তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে একটি সর্বোচ্চ উৎপাদনকে নির্দিষ্ট করে সেটি সর্বজনসম্মত নাও হতে পারে। ফলে আমরা উপরে যে দু'টি অবস্থানের সিদ্ধান্ত চক্রে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলাম, তেমনি একটি অবস্থানে পড়ে যাব। মুক্তবাজার অর্থনীতি মেনে নিতে হলে এর ধারকদের প্রমাণ করতে হবে সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিকতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বোত্তম অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব এবং সে অবস্থানে পৌঁছতে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন গোষ্ঠি স্বার্থের অবস্থান এ সমস্ত অবস্থানকে চিহ্নিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করেনি। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রসহ অন্যত্র যে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান বিরাজমান এবং নিয়ন্ত্রণের যে প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক রূপ বিদ্যমান তা থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতির এ দার্শনিক তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় বলে আমি মনে করি না। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারকেরা এ বিচার তত করেন না। তারা বলেন বিকল্প সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ উৎপাদন যেহেতু সম্ভব হয়নি এবং হয়ও না এবং মুক্তবাজার ব্যবস্থায় সবার সম্মতি হলে এটি সম্ভব হয় সেহেতু মুক্তবাজার ব্যবস্থা উন্নততর। এটি মেনে নিলেও সবার মুক্তমনের ব্যক্তি স্বার্থভিত্তিক দর্শনের আলোকে সম্মত অবস্থান যে অনিশ্চিত ও সংশয়পূর্ণ সে ধারণা থেকেই যায়, কারণ পেরেটীয় নীতি আমাদের যে অবস্থানগুলো চিহ্নিত করে তার পেছনে বণ্টন সম্পর্কিত অবস্থান নিরপেক্ষ।

ফ্রেডরিক হায়েক তার Law, Liberty and Legislation এবং রবার্ট নজিক তার Anarchy, State and Utopia বই দুটিতে সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিকতাই তার প্রক্রিয়ায় সামাজিক ন্যায়কে নির্দিষ্ট করে। আজ যে সব শিশুর জন্ম হল তাদের যে সামাজিক অবস্থান সেটি যদি তাদের পরিণত বয়সে এমনি অবস্থানের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে যে কোন তারতম্য সামাজিক ন্যায়কে দুষ্ট করে না যদি না কেউ নতুন করে প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবাহমানতায় যদি প্রতারণা ও বঞ্চনা থেকেই থাকে, আর নতুন করে এ প্রতারণা ও বঞ্চনার সংযোগ না হয়ে থাকে, তাহলে এ নিয়ে কোন আপত্তি করবার নেই। যদি কারও কোন বিশেষ দক্ষতা বা উদ্যোগ গ্রহণের উপযুক্ততার কারণে তার অবস্থান উন্নত হয় এবং এ গুণাবলী না থাকায় কারও অবস্থান খারাপ হয়, এ পরিবর্তনকে সঙ্গত বলেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরা জানি আজ কৃষকের সন্তান সুশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত,আর বিত্তবানদের সন্তান আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকে আয়ত্বাধীন করে নিয়েছে, এ বিষম অবস্থানকে মেনে নিয়ে সামাজিক ন্যায়কে চিহ্নিত করা পরিহাস মাত্র।

স্মিথের অদৃশ্য হাত নিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার ও মুক্ত উদ্যোগ তত্ত্ব আজ নতুন করে নন্দিত হলেও মনে রাখা দরকার যে সব শর্ত পূরিত হলে স্মিথের দর্শন পেরেটীয় সর্বোচ্চ উপযোগ নিশ্চিত করে তা সহজে অর্জন হয় না। যেমন কোন প্রকার externalities না থাকার তত্ত্ব অর্থাৎ আজ একজন ভোক্তা যা ব্যবহার করেছে তার উপযোগ অন্য সকলের এমনি উপযোগ থেকে নিরপেক্ষ হতে হবে, একটি উৎপাদকের উৎপাদন সিদ্ধান্ত অন্য উৎপাদকের সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হতে হবে। আমাদের দেশ কেন কোন দেশেই এ অবস্থা বিরাজমান করে না। গ্রামের কৃষকের ভোগ বা উৎপাদন কি সম্পূর্ণভাবে অন্যদের প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ? সুতরাং একথা তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত বিশ্বে বাজারের অদৃশ্য হাতের খেলায় নিরপেক্ষ সর্বোচ্চ উপযোগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

যারা দক্ষতার পক্ষে মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলেন তারা সমতাধর্মী সমাজের স্থাপনায় উচ্চবিত্তের উপর অধিকতর কর চাপানোর যুক্তি তুলে ধরেন। কিন্তু সমতা যদি দক্ষতার সহগামী না হয় তাহলে উচ্চবিত্তের উপর প্রত্যক্ষ কর দক্ষ উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করবে। যারা রিচার্ড পসনারের The Economic Analysis of Law এবং The Economics of Justice পড়েছেন তারা জানেন ন্যায়ভিত্তিক আইনের শাসন কতখানি আয়সাম্যের উপর নির্ভরশীল। পসনার অবশ্য দক্ষতার পক্ষেই কথা বলেন, সেজন্য আইনসিদ্ধ দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা যদি সমতাধর্মী না হয় তাহলে যাদের ক্ষতি হচ্ছে তারা যাদের লাভ হচ্ছে তাদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেটি আমাদের ভূমি প্রশাসনে বেশ লক্ষ্যণীয়। এমতাবস্থায় আইন পরিবর্তন প্রয়োজন তবে মুক্তবাজার ব্যক্তিস্বার্থবাদী ব্যবস্থায় সেটি করতে হলে লাভবানদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের। সেটি কি সঙ্গত? সম্প্রতি কুটার ও কর্ণহাউসার দেখিয়েছেন যে আইনের যে বিবর্তন ঘটছে তাতে দক্ষতার উৎকর্ষ অথবা সমতা নির্দিষ্টকারী আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা সব সময় সম্ভব নয়; কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার আইন চালু হয় প্রভাবশালী মহলের ক্রিয়াকলাপে, যার কিছু দক্ষতাকেই প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ব্যক্তি স্বার্থরক্ষাকারী ব্যবস্থাও সর্বসময়ে দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে না। আমাদের দেশে আমরা যেমন আইনসিদ্ধ অদক্ষ ব্যবস্থা লালন করছি অন্যদিকে সমতাধর্মী আইনের স্থাপনাকেও বিঘ্নিত করে চলেছি।

যুক্তিবাদের তত্ত্ব যা মুক্তবাজার অর্থনীতির মূলস্তম্ভ সেটিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। নোবেল বিজয়ী হার্বার্ট সাইমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মানুষ যে সব সময় যুক্তি নির্ভর সর্বোচ্চ উপযোগের সন্ধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ তত্ত্বকেই অসার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ও তার অনুসারীরা সর্বোচ্চ উপযোগের চাইতে যথাযথ সন্তোষকেই সাধারণতঃ মেনে নেন, কারণ একটি জটিল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপযোগ অর্জনে যে জাতীয় গণনার প্রয়োজন সেটির আয়ত্ব করা ও সেজাতীয় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সহজ নয়। তবে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারকেরা মনে করেন যথাযথ সন্তোষ যদি সর্বোচ্চ উপযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে যারা পেরেটীয় নীতি সম্মত পথে অগ্রসর হয় না তারা অদক্ষতার কারণে পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ তারাই এড়িয়ে যাবে যারা সর্বোচ্চ উপযোগের পথকে ক্রমান্বয়ে হলেও বেছে নেবে। তবে সাইমনের অনুসারীদের গবেষণা একথাকেই উপস্থাপিত করে যে অনিশ্চিত অবস্থায় মানুষ যথাযথ সন্তোষকেই তার ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের ভিত্তি করে, সর্বোচ্চ উপযোগকে নয়। আমাদের দেশের অনিশ্চিত কৃষির ক্ষেত্রেও বাজার তত্ত্ব দৃশ্যমান হলেও যথাযথ সন্তোষই কৃষকের ব্যবহারকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে।

তবুও মুক্তবাজার তত্ত্বের নতুন করে জয়জয়াকার দৃশ্যমান। হায়েকের মতে বিভিন্ন রকমের বই তথ্যের সমন্বয় সাধন করে যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোন ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই নিয়ন্ত্রণহীন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য সর্বোচ্চ উপযোগকে সম্ভব করে তোলে। মিলটন ফ্রিডম্যান অবশ্য রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ধনতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন, কারণ তার মতে ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র (রাজনেতিক মুক্তি) সমার্থক এবং একারণেই মুক্তবাজার ব্যবস্থার প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক আমলে মুক্তবাজার আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিকে নিশ্চিত করেনি। সুতরাং ধনতন্ত্র বা মুক্তবাজার তন্ত্র ক্রিয়াশীল হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এমনটি বলা যাবে না। আমাদের কৃষির চেয়ে মুক্তবাজার এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর নেই, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের জন্য মঙ্গলকর রাজনৈতিক শাসন কি সে পথ ধরে এসেছে? আমি মনে করি মুক্তবাজার তত্ত্বের যে উদ্দেশ্য তার সাথে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেনি। সে পথে যেতে হলে অনেক শক্ত ও দুরূহ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন যা বর্তমানের মধ্যস্বত্ত্বভোগী ও শক্তিশালী বিত্তবানদের পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও সমতাধর্মী সমাজই এদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে। এ ত্রয়ীর সমন্বয় না করে কেবল নিয়ন্ত্রণমুক্ত [illegible] রিষ্ঠের জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য।